সমকাল

তারিখ 11 MAY 2015
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বেলকুচির রাজাপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি

ডামি প্রার্থী দিয়ে পরীক্ষা নেওয়া হয়

■ সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি

সিরাজগঞ্জের বেলকুচি উপজেলার রাজাপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে সহকারী প্রধান শিক্ষকসহ ৬ জন শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ করেছেন বঞ্চিত প্রার্থী, তাদের স্বজন ও স্থানীয়রা। তবে নিয়োগ-সংশ্লিষ্ট সবাই নিয়োগ প্রক্রিয়া স্বচ্ছ হয়েছে বলে দাবি করেছেন।

সালেহা ইসহাক সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ২৪ এপ্রিল রাজাপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগে প্রার্থীদের পরীক্ষা নেওয়া হয়। পরীক্ষায় বেলকুচি উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাসহ বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি লোকজন ও প্রধান শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন। ইতিমধ্যে শিক্ষকরা যোগদান করেছেন।

রাজাপুর ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক আবদুল খালেক বলেন, আগেই শিক্ষকদের নির্বাচিত করে রাখায় তার স্ত্রী আনিজা খাতুন নিয়োগ পরীক্ষায় হাজির হননি। স্কুলের পার্শ্ববর্তী আল মাহমুদ বলেন, নিয়োগ পরীক্ষার কার্ড এমনভাবে ছাড়া হয়েছে যাতে করে যোগ্য প্রার্থীরা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে না পারেন। মূল আবেদনকারীর ফটো পরিবর্তন করে ডামি প্রার্থী বানিয়ে শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালকের প্রতিনিধি সালেহা ইসহাক সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এসএম আল হালিম আজাদীর সামনে হাজির করা হয়েছে।

রাজাপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবদুস সামাদ বলেন, পুরো নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ডিজির প্রতিনিধি ও ম্যানেজিং কমিটির লোকজন ছিলেন। আমি শুধু তাদের হুকুম তামিল করেছি। ম্যানেজিং কমিটির সদস্য আওয়ামী লীগ নেতা আবদুল মজিদ ও তার ভাই বেলকুচি উপজেলা চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আলী বলেন, নিয়োগ প্রক্রিয়া স্বচ্ছ হয়েছে। ডিজির প্রতিনিধি এসএম আল হালিম আজাদী বলেন, প্রার্থীদের আমি চিনি না। বেলকুচি উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, প্রধান শিক্ষক ও ম্যানেজিং কমিটির লোকজন তাদের শনাক্ত করেছেন।